জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৬৫ (সাপ্তাহিক) • ১৬ জুলাই ২০২১ থেকে ২০ জুলাই ২০২১ • ৩১ আষাঢ় ১৪২৮ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা Year — 17, Volume — 65 (Weekly) • 16 JULY, 2021 – 20 JULY, 2021 • Friday • Rs. 3.

রক্তে লেখা ২১শে জুলাইকে ভুলছি না ভুলবো না, শহিদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অতিমারী করোনার হানার আগে ২০১৯ সালে ধর্মতলায় ২১ শে জুলাইয়ের বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। —ফাইল চিত্র

২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার শপথ

মমতার বার্তার অপেক্ষায় দেশ

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। রাজ্যের মানুষ বিজেপির যাবতীয় চক্রান্ত আক্রমণ রুখে দিয়ে স্পষ্ট বলেছে বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। ২১৩ আসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিয়ে তারা নরেন্দ্র মোদিকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে বাংলা বহিরাগতকে চায় না। এখন এই জয়ের পর গোটা দেশের মানুষ বাংলার জনগণমন অধিনায়িকার দিকে তাকিয়ে। সমস্ত বিরোধী শক্তি বিজেপির অত্যাচারের বিরুদ্ধে একজোট হতে চলেছে। দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থতা, সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দলীয় অফিসে পরিণত করা বিজেপির হাত থেকে মুক্তি চাইছে মানুষ। ঠিক সেই সময় এই ২১শে জুলাইয়ের সমাবেশ। রক্তাক্ত সেই দিনের আঠাশ বছর পূর্ণ হল। জননেত্রীর সেই আন্দোলনের ফলে গোটা দেশের মানুষ ভোটদানের অধিকার ফিরে পেয়েছিল। আজ আবার নতুন করে যেন দেশনেত্রীকে ডাক দিল্লির দরবারে। স্বভাবতই এবারের ভাষণ অন্যমাত্রা নিতে চলেছে।

২১শে জুলাই মানেই ধর্মতলায় জনজোয়ার। ২০-৩০ লক্ষ মানুষের সমাবেশ। কিন্তু করোনার জন্য গতবারের মতো এবারও বড় সমাবেশ করা যাচ্ছে না। নেত্রী কালীঘাটের অফিস থেকে ভার্চুয়াল ভাষণ দেবেন। গোটা দেশের মানুষ শুনবেন তাঁর কথা। এবার শুধু বাংলা নয় ২১ জুলাই পালন হবে দিল্লিতেও। অসম, ত্রিপুরা-সহ অনেক রাজ্যে ২১শে পালন।

সিপিএমের ভয়ংকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জীবনমৃত্যু লড়াই করে বাংলার মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন মমতা। এবার দেশের মানুষ চাইছে এই স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট বিজেপির হাত থেকে মুক্তি পেতে। এরা সংবিধান মানে না, গণতন্ত্র মানে না, ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরম্পরা কিছুই মানে না। শুধু এরা ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ করে। জাতের নামে করে বজ্জাতি। এই দলের হাত থেকে দেশের মানুষ বাঁচতে চাইছে। একমাত্রর লড়াইয়ের মুখ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাই তারজন্য এত আক্রমণ, এত বঞ্চনা। তবু নির্ভিকভাবে বাংলার মেয়ে এগিয়ে চলেছে বিজেপিকে প্রতিহত করে। স্বভাবতই জাতীয় রাজনীতিতে এখন প্রধান মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

এবারের ২১শের মঞ্চ সেইজন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জননেত্রীর বার্তা শুনতে অপেক্ষা করে আছে মানুষ। এর এরমধ্যেই সুখবর তৃণমূল কংগ্রেসের সংগ্রামের হাতিয়ার মুখপত্র 'জাগো বাংলা' সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক হতে চলেছে। ২১শের ঐতিহাসিক দিনে সেই অভিযানের সূচনা।

আপনার প্রিয়

জাগোবাংলা

সাপ্তাহিক থেকে

দৈনিক

জাগো বাংলা আমাদের খুবই প্রিয় পত্রিকা। তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আমাদের মুখপত্র জাগো বাংলা সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। যেহেতু কোভিড চলছে তাই এখন ডিজিটালি জাগো বাংলার পাতা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ২১ জুলাই থেকে আর সাপ্তাহিক নয় প্রতিদিনই জাগো বাংলা আপনারা দেখতে পাবেন। আমাদের পত্রিকা এখন ডিজিটালি চলবে। আস্তে আস্তে আমরা জাগো বাংলার দৈনিক মুদ্রণ পত্রিকা মানুষের কাছে পৌঁছে দেব।
জয় হিন্দ। জয় বাংলা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

করোনা বিধি মেনেই এবারও ভার্চুয়াল সভা সম্প্রচার হবে দেশজুড়ে। রাজধানীর বুকেও হবে ২১শে স্মরণ

২১শের আঠাশ বছর

২১ জুলাই, ১৯৯৩। ব্রেবোর্ন রোডে পুলিশের হামলায় জখম নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

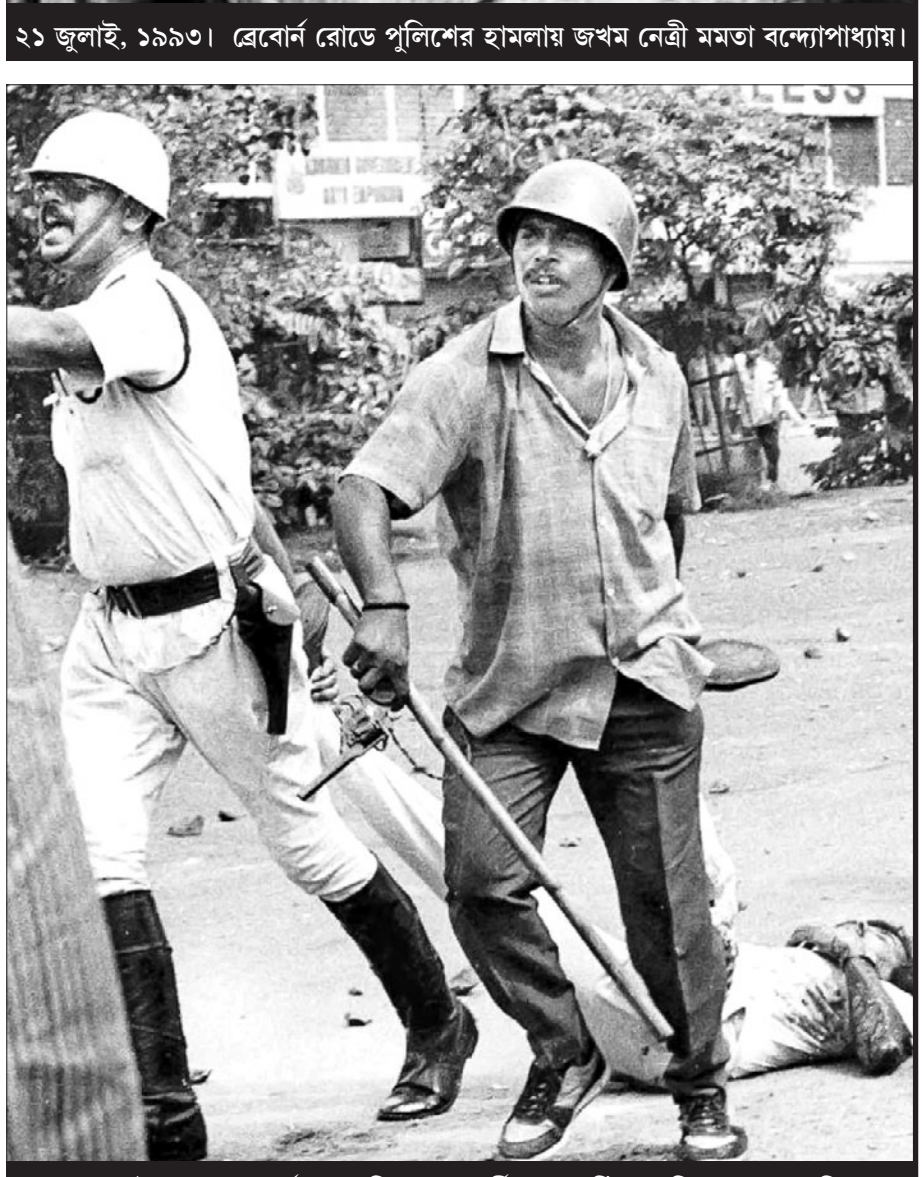

২১ জুলাই, ১৯৯৩। ধর্মতলায় নিহত যুবকমীর দেহ হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

২১ জুলাই, ১৯৯৩। পুলিশের আক্রমণে নিহত যুবক পড়ে রয়েছে রাজপথে।

জাগো বাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শপথের ২১শে

বাংলার রাজনীতিতে '২১ জুলাই' তারিখটিক অপরিসীম রাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একুশের শহিদ তর্পণ মঞ্চ কখনও হয়ে উঠেছে বাম জমানা অবসানের সংকল্প মঞ্চ। কখনও বা পরিবর্তনের অনুপ্রেরণার। এই একুশে 'একুশের মঞ্চ' রাজনীতি এবং আঙ্গিক, দুই দিক থেকেই আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১১ সালে বাম জামানার অবসান ঘটিয়ে বাংলার মানুষের বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের মা-মাটি-মানুষের সরকার। ওই বছর শহিদের স্মৃতি জড়ানো এই মঞ্চেই হয়েছে বিজয় সমাবেশ। আবার এই মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গড়তে 'দিল্লি চলো'র ডাক দিয়েছিলেন জননেত্রী। এবার একুশের বিধানসভা নির্বাচনে জয় হাসিল করে তৃতীয় বার সরকার গঠনের পরে প্রথম একুশে জুলাই। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি রাজ্যেও থাবা বসাতে মরিয়া ছিল। তাদের পরাস্ত করেছে জননেত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু রাজ্যে তৃতীয় বার সরকার গঠনের পরে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। অর্থাৎ দিল্লি। এবার একুশের মঞ্চের দিকে তাই তাকিয়ে সারা ভারতবর্ষের মানুষ। করোনা সংক্রমণের আবহে একুশের ইতিহাসে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার ভার্চুয়াল জমায়েতে জননেত্রীর। একুশে জুলাই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মেই দুপুর দুটোয় ভাষণ দেবেন জননেত্রী। ইতিমধ্যেই ২১ জুলাই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। জননেত্রী নেত্রী ইতিমধ্যেই বার্তা রেখেছেন। তিনি বলেছেন, "কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবার ২১ জুলাই ভার্চুয়াল করা হবে। কারণ ডাক দিলে লাখো মানুষের জমায়েত হয়ে যাবে। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসলেও এবারের ২১ জুলাই ভারচুয়ালই হবে। প্রতি বুথে বুথে কর্মীরা থাকবেন। প্রকাশ করা হবে 'জাগো বাংলা'র নব সংস্করণ।" ২১ জুলাই জননেত্রীর ভাষণ শোনা যাবে রাজধানী দিল্লিতেও। বক্তৃতা এলইডি স্ক্রিন মারফৎ সম্প্রচারিত হবে দিল্লিতে। এই প্রথম এমন উদ্যোগ। রাজধানীতে তৃণমূলের দলীয় দফতরে সংসদীয় দলের উদ্যোগে জননেত্রীর বক্তৃতা সম্প্রচারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দলের রাজ্যসভা ও লোকসভার সাংসদরা সেখানে হাজির থাকবেন। দিল্লিতে দলের সমর্থকরাও রয়েছেন। তাঁরাও ওইদিন সাংসদদের সঙ্গে বসে জননেত্রীর বক্তৃতা শুনবেন। যেহেতু কলকাতায় কোনও বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে না আর ১৯ জুলাই থেকে সংসদের অধিবেশনও শুরু হচ্ছে, তাই দলের বেশিরভাগ সাংসদই দিল্লি থেকে ওই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। কোভিড সংক্রমণের কারণে ২০২০ সালের মতো এবারও কালীঘাটের দফতরে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও কয়েকজন শীর্ষনেতার উপস্থিতিতে হবে ২১ জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ। দলের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক বুথে স্ক্রিন লাগিয়ে মমতার বক্তৃতা সম্প্রচারের। ১৯৯৩-এর 'নো আইডেন্টিটি, নো ভোট' এই স্লোগানকে হাতিয়ার করে মহাকরণ অভিযান করে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লাখো মানুষ। সেই মিছিলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান ১৩ জন তরতাজা যুবক। শহিদের স্মৃতি তর্পণে ১৯৯৪ থেকেই শুরু হয় একুশে জুলাইয়ের জনসমাবেশ। বস্তুত, বাংলায় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই মোদি-শাহ জুটিকে যেভাবে রুখে দিয়েছেন, তাতে ভরসা পাচ্ছেন দেশের সকল গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। দেশে বিজেপি-বিরোধিতার প্রধান 'মুখ' জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে দেশের সামনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীই আসল 'রাজনৈতিক বিকল্প'। তাই একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে দেশের সমস্ত কেন্দ্র-বিরোধী দলগুলিও।

গেরুয়াভক্তদের মানবাধিকার কমিশনে মাথায় বসিয়ে গভীর চক্রান্ত বাংলায়

তীর্থ রায়

কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের নাম নিয়ে কতিপয় গেরুয়া ভক্ত মোদি-শাহর অনুচর কলকাতা হাই কোর্টে রাজ্যের 'ভোটপরবর্তী হিংসা' নিয়ে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ বিকৃত তথ্যের উপর তৈরি। এই রিপোর্টের কোনও সত্যতা নেই। বিজেপি অফিসে তৈরি একটি রিপোর্ট কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের নাম দিয়ে হাই কোর্টে জমা করা হয়েছে। আদালত বন্ধ খামে রিপোর্ট দিতে বললেও, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃত এই রিপোর্ট সংবাদ মাধ্যমের কাছে ইচ্ছে করেই ফাঁসও করে দেওয়া হয়েছে। এইসবই মোদি-শাহদের চক্রান্ত। মানবাধিকার কমিশনকে সামনে রেখে এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের মাথারা একটি রাজ্যের বিরুদ্ধে চক্রান্তে নেমে পড়বেন, তা ৭৫ বছরের এই যুক্তরাষ্ট্রে অকল্পনীয় ছিল। ভোটের ফলের পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিল্লি থেকে রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে একটার পর একটা কমিশন বা কমিটি। মোদি-শাহরা ক্ষমতায় এসে দেশে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছেন।

বিধানসভা ভোটের হার কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না বিজেপি। অমিত শাহরা ভোটের আগে ঘোষণা করেছিলেন ২০০টি আসনে জিতবেন। বাংলার ভোটের ফলে গোটা দেশে মুখ পুড়েছে তাঁদের। মুখরক্ষার জন্যই ভোটের ফলের পর থেকে তাঁরা নানারকম ফন্দি-ফিকির করে চলেছেন। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিরাট নির্বাচনী জয়কে খাটো করতে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা লাগাতার চক্রান্তও করছেন। স্বাধীনতার পর দেশের ৭৫ বছরের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই স্তরের চক্রান্ত সম্পূর্ণ বেনজির। জনগণের বিপুল রায়ে জেতা একটি সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের এইভাবে হেনস্থা করার চক্রান্ত একেবারেই অকল্পনীয়। ভোটের ফলপ্রকাশের পরদিন থেকেই এই চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন মোদি-শাহরা। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হল, এই চক্রান্তে দেশের এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে সামিল করা হয়েছে, যাদের একটা ন্যূনতম মর্যাদা মানুষের কাছে থাকা প্রয়োজন ছিল। বিশেষত, মানবাধিকার কমিশনের মতো একটি প্রতিষ্ঠানকে যেভাবে মোদি-শাহরা তাদের চক্রান্ত চরিতার্থ করার কাজে লাগাচ্ছেন, তা অভাবনীয়। কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন মোদি-শাহরা সমস্ত নিজেদের পেটোয়া লোকেদের বসিয়েছেন। এই পেটোয়া গেরুয়া ভক্তরা নির্লজ্জভাবে মোদি-শাহদের হয়ে কাজ করে চলেছেন।

কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের নাম নিয়ে কতিপয় গেরুয়া ভক্ত মোদি-শাহর অনুচর কলকাতা হাই কোর্টে রাজ্যের 'ভোটপরবর্তী হিংসা' নিয়ে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ বিকৃত তথ্যের উপর তৈরি। এই রিপোর্টের কোনও সত্যতা নেই। বিজেপি অফিসে তৈরি একটি রিপোর্ট কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের নাম দিয়ে হাই কোর্টে জমা করা হয়েছে। আদালত বন্ধ খামে রিপোর্ট দিতে বললেও, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃত এই রিপোর্ট সংবাদ মাধ্যমের কাছে ইচ্ছে করেই ফাঁসও করে দেওয়া হয়েছে। এইসবই মোদি-শাহদের চক্রান্ত। মানবাধিকার কমিশনকে সামনে রেখে এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের মাথারা একটি রাজ্যের বিরুদ্ধে চক্রান্তে নেমে পড়বেন, তা ৭৫ বছরের এই যুক্তরাষ্ট্রে অকল্পনীয় ছিল। ভোটের ফলের পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিল্লি থেকে রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে একটার পর একটা কমিশন বা কমিটি। মোদি-শাহরা ক্ষমতায় এসে দেশে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছেন। গণতন্ত্রের স্বার্থে দেশে যে প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যেগুলি নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা ছিল, সেই প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোদি-শাহরা সংঘ পরিবারের সদস্যদের দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। সংঘ পরিবারের তথা মোদি-শাহর অঙ্গুলিহেলনে এখন এই তথাকথিত নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয় নানারকম চক্রান্ত চরিতার্থ করতে। মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে রাজ্যের মন্ত্রী, একাধিক বিধায়ক, কাউন্সিলর ও তৃণমূলের পরিচিতি নেতৃত্বকে কুখ্যাত দুষ্কৃতী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এই রিপোর্টই মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে, সেগুলি কতটা মিথ্যা ও হাস্যকর।

মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট বলে যা হাই কোর্টে পেশ হয়েছে, তা আসলে বিজেপির পার্টি অফিসে বসে লেখা। কমিশনের সদস্যরা যখন রাজ্যে এসেছিল, তখনও মানুষ দেখেছে কীভাবে তাদেরকে নিয়ে বিজেপির ছোটবড় নেতারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদেরকে নকল হিংসা দেখানো হয়েছে। এইসব বিজেপি কর্মীরা যা বানানো অভিযোগ করেছে, সেগুলিকেই মানবাধিকার কমিশন তাদের তদন্তে পাওয়া গিয়েছে উল্লেখ করে রিপোর্টে ঢুকিয়ে দিয়েছে। দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে এ এক অতি বিপজ্জনক প্রবণতা। ভোটে হার না মানতে পেরে যদি এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের হাতে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। আমাদের মতো বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও বৈচিত্রের দেশে যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে ফেলা হয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এইভাবে গেরুয়া ভক্তদের দিয়ে ভরিয়ে তোলা হয়, তাহলে অচিরে সংসদীয় গণতন্ত্রের অস্তিত্বই লোপ পাবে। সংসদীয় গণতন্ত্রকে ভেঙে ফেলে মোদি-শাহরা এইভাবেই ফ্যাসিজমকে আনতে চাইছে। মোদি-শাহরা চায়, ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠা করে তাদের পেটোয়া ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দেশকে, দেশের সম্পদকে লুঠ করতে।

ভোটে হার মেনে নিতে পারছে না বলেই হিংসার অসত্য তথ্য বিজেপির, তোপ মমতার

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : মানবাধিকার কমিশনের নামে বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, পক্ষপাতদুষ্ট-বিকৃত রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, খামে বন্ধ ওই রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হলেও কিভাবে প্রকাশ্যে এল। নাম না করে মানবাধিকার কমিশন পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করলেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভা ভোটে জনরায়ে গোহারা বিজেপি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে কমিশনের রিপোর্ট প্রভাবিত করে ভোট-পরবর্তী হিংসার নামে রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। বস্তুত এই কারণে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও কিংবা হাথরসে কমিশনে সক্রিয় না হলেও বাংলাকে কালিমাল্পিত করার কাজে মানবাধিকার কমিশনকে ব্যবহার করছে কেন্দ্রীয় সরকার। উত্তরপ্রদশে একের পর এক হিংসার ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেও বাংলার যে হিংসার কথা নিয়ে কেন্দ্র সরব হচ্ছে, তা যে ভোট-পরবর্তী নয়, ভোট চলাকালীন সময়ে, সেটা ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনার সময়ে বাংলার আইনশৃঙ্খলা ছিল নির্বাচন কমিশনের হাতে। রাজ্যের কোনও ভূমিকা ছিল না। বরং ৫ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয়বার শপথ নিয়েও রাজ্যে ক্ষমতায় এসে কড়া হাতে দ্রুত আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী। তা সত্ত্বেও একের পর এক কমিশন ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল রাজ্যে পাঠাচ্ছে কেন্দ্র। হাথরস বা উন্নাওয়ের ঘটনায় নীরব থাকেন মোদি। উত্তরপ্রদেশে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যোগী সরকারের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পঞ্চমুখ হওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, "প্রধানমন্ত্রী ভালই জানেন ইউপিতে কী চলছে। সেখানে কোনও রুল অফ ল নেই।"

বাংলার অগ্নিকন্যার স্পষ্ট অভিযোগ, বেশ কিছু ইনস্টিটিউশনের মিসইউজ করা হচ্ছে, বাংলার বদনাম করানোর জন্য। কোভিডে উত্তরপ্রদেশ সরকার কেমন কাজ করেছে, তা গঙ্গায় ভেসে আসা মৃতদেহই দেশকে বুঝিয়ে দিয়েছে বলে মত মুখ্যমন্ত্রীর। তাই প্রধানমন্ত্রী যতই উত্তরপ্রদেশকে 'সার্টিফিকেট' দিন, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, "ইউপি আউট অফ ল, আউট অফ রুলস। কোভিডের সময় কী তাদের রেকর্ড? কতজন সেখানে মারা গিয়েছেন, তারা কোনও রেকর্ড কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখাতে পারবে? ইউপি তাদের বেবি, তাই এসব বলা হচ্ছে।" এর পরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমার পবিত্র গঙ্গায় তারা কোভিডের মৃতদেহগুলো ভাসিয়ে দিয়েছে। আর সেগুলো ইউপি থেকে বিহার হয়ে বাংলায় এসেছে। বিহারে গিয়ে দেখুক সেখানে কতগুলো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। কী যে তাদের ভাগ্যে হয়েছে, কে জানে? শুধুমাত্র ইউপি সরকার সেটা বলতে পারবে যে কত মানুষকে তারা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে। মৃতদেহগুলোকে তাদের সম্মান পর্যন্ত দেয়নি। সৎকার না করে, শেষকৃত্য না করে ভাসিয়ে দিয়েছে।" সুপ্রিম কোর্ট যা বলেছে, তার সঙ্গে তিনি যে একমত তা জানিয়ে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন সেটা সম্পূর্ণ পলিটিকালি বায়াসড স্পিচ। এর বাইরে কিছু নয়।"

কেন্দ্রীয় সরকারের ঘৃণ্য রাজনীতিতে কড়া আক্রমণ শানিয়ে জননেত্রীর বক্তব্য, "কী করে হিউম্যান রাইটস কমিশনের রিপোর্ট বাইরে যায়? কীভাবে তারা কোর্টকে অসম্মান করে যখন শুনানিই শুরু হল না? আমরা সরকারে রয়েছি। আমরা আমাদের মত জানাব। আদালত আমাদের হলফনামা পেশ করার জন্য সময় দিয়েছে। কিন্তু তার আগেই কীভাবে তারা সমস্ত খবর লিক করে দেয়, যেটা কিনা তারা কোর্টকে জানিয়েছে। যদি না এটা কোনও পলিটিক্যাল ভেনডেটা হয় শুধুমাত্র বাংলার মানুষকে বদনাম করার জন্য। যেহেতু তারা নির্বাচনে হেরে গিয়েছে সেহেতু সেটা তাদের পলিটিক্যাল ভেনডেটা।" এরপরই মুখ্যমন্ত্রী নাম না করে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে জননেত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, কতগুলো কমিশন সেখানে পাঠিয়েছেন? কতগুলো মানবাধিকার কমিশন, কতগুলো ট্রাইবাল ডেভলপমেন্ট কমিশন, কতগুলো মাইনরিটি কমিশন, কতগুলো সিবিআই, কতগুলো অন্যান্য কমিশন পাঠিয়েছেন? উন্নাও থেকে হাথরস, কত ঘটনা ঘটেছে। এমনকী, সাংবাদিকদেরও ছাড়া হয়নি।"বাংলায় হিংসা নিয়ে কেন্দ্রের মাথাব্যথা যে স্রেফ বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা, তা স্পষ্ট করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, "তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদীর মতো কথা বলছেন। আমি দুঃখিত, মিথ্যেবাদী একটা অসংসদীয় শব্দ। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন এবং তথ্যকে বিকৃত করছেন।" আদালতের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসায় বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বলেন, "আদালত যখন আমাদের সময় দেবে, তখন আমরা আমাদের হলফনামা পেশ করব, আমাদের মত সম্মাননীয় কোর্টকে জানাব। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে কোর্টকে রিপোর্ট দেওয়ার বদলে তারা সমস্ত রিপোর্ট লিক করে দিচ্ছে।" বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন বলে এ নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে না চাইলেও মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "আদালতকে সর্বোচ্চ সম্মান করি, তাই আমি এ বিষয়ে কোনও মত দেব না। একটি শব্দও বলব না। তবে কোনও রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক মত দিতেই পারে। যেটা বিজেপি ইতিমধ্যেই করেছে। তারা তাদের বায়াসড ওপিনিয়ন দিয়েছে। আমি দেব না। হিউম্যান রাইটস কমিশনের বিষয়ে বলব না, কারণ আমি জানি তারা কারা। কারা সেই রিপোর্ট জমা দিয়েছে। যদি তারা কে জানতে চান, তাহলে সেটা কেবলমাত্র কোর্টই জানাতে পারে।"

দুয়ারে ত্রাণ প্রকল্পের কাজও শেষের পথে

ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত দিঘার ব্যবসায়ীদের হাতে দোকান তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

সমুদ্র সৈকতের সেই কিয়স্ক। নবান্ন থেকে উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত দিঘার ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দিঘার শতাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর হাতে ভ্রাম্যমান মোবাইল স্টল এবং পাকা স্টলের চাবি তুলে দিলেন জননেত্রী। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্টল বিলি করেছেন তিনি। প্রবল ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের তাণ্ডবেব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এ রাজ্যের উপকূলবর্তী অঞ্চল। মে মাসের শেষলগ্নে ধেয়ে আসা ওই ঘূর্ণিঝড়ের জেরে তছনছ হয়ে গিয়েছিল দিঘা। সৈকতশহরের একাধিক দোকান ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কায় ভেঙে গিয়েছিল। মাথায় হাত পড়ে ব্যবসায়ীদের। সেই সময় দিঘা পরিদর্শনে গিয়ে ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মাস দেড়েকের মাথায় বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে দিঘার শতাধিক ব্যবসায়ীর হাতে দোকানের চাবি তুলে দিলেন তিনি। ১১৪ জনের হাতে পাকা দোকান এবং ৫২ জনের হাতে ভ্রাম্যমান স্টলের চাবি তুলে দেওয়া হয়। এমন ব্যবস্থায় খুশি দিঘার ব্যবসায়ীরা।

বস্তুত, মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন। যাঁদের দোকানের ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের জন্য তিনি নিজের উদ্যোগেই ব্যবস্থা নিয়েছেন। দিঘা, মন্দারমণি এবং তাজপুরের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে পুনরায় সাজিয়ে তোলার জন্য ৩০টি বড়সড় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় আলো, নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণের মতো প্রকল্প রয়েছে।ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন দিঘার শতাধিক ব্যবসায়ী। বহু পাকা স্টল ভেঙে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর দুয়ারে ত্রাণ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের আবেদন নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের হাতে আসা সেই তালিকা খতিয়ে দেখার পরেই ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের বন্দোবস্ত করেছে জননেত্রীর নেতৃত্বের মা-মাটি-মানুষের সরকার। ইয়াস পরবর্তী সময়ে 'দুয়ারে ত্রাণ' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ক্ষতিপূরণের টাকা ঢুকে যাবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। সেই প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ বলে জানিয়েছেন। দিঘায় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মেরামতি এবং সাধারণ মানুষের পুনর্বাসনের বিষয়ে মা-মাটি-মানুষের সরকারের পদক্ষেপের কথা বৃহস্পতিবার জানান মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেই তিনি তোলেন 'দুয়ারে ত্রাণ' প্রকল্পের কথা। মমতা বলেন, "ইতিমধ্যেই ১৯ লক্ষ ১০ হাজার মানুষকে টাকা দেওয়া হয়েছে। তার জন্য ৩৬৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি ও দোকান মেরামতির জন্যও ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।''

উল্লেখ্য, গত ৩ জুন থেকে শুরু হয়েছিল 'দুয়ারে ত্রাণ' প্রকল্পের কাজ। ১৮ জুন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প করে সরকার। সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষ ক্ষতিপূরণের আবেদন করেন। ১৯ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ছিল আবেদন ক্ষতিয়ে দেখার সময়সীমা। ১ জুলাই থেকে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ক্ষতিপূরণের টাকা পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন জননেত্রী। সেই কাজ প্রায় শেষ বলে জানিয়েছেন তিনি।

জয়বাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফিরে দেখা ২১শে

মানুষের মহাসমুদ্রে মমতা

২১শের আবেগ

১৯৯৩-এর ২১ জুলাইয়ের দুই মুহূর্ত

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সংবিধান মেনেই ভোট হোক, বললেন মুখ্যমন্ত্রী

৭ বিধানসভায় করোনা প্রায় নেই, উপনির্বাচন চেয়ে কমিশনে তৃণমূল

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : উপনির্বাচন নিয়ে নিজের জোরালো দাবি পরিষ্কার করে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবিধানেই যে নিয়মের কথা লেখা রয়েছে, তা মেনে ছ'মাসের মধ্যে দ্রুত ভোট করানোর কথা আগেই জানিয়েছিল তাঁর দল। কমিশনে গিয়েও সেই দাবি জানিয়েছে তারা। মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, "ছ'মাসের মধ্যে উপনির্বাচন করানোর কথা সংবিধানেই রয়েছে। যদি কোনও এমারজেন্সি পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখনই একমাত্র আইন অনুযায়ী সংবিধানের আওতায় থেকে কমিশন সিদ্ধান্ত নেয়।" রাজ্যের পরিস্থিতি জানাতে নেত্রীর নির্দেশে এর মধ্যে নির্বাচন কমিশনে গিয়েও পরিস্থিতি জানিয়ে এসেছেন তাঁর দলের প্রতিনিধিরা।

এর পরই রাজ্যের পরিস্থিতি কেমন তা উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দিয়েছেন, "এখন পরিস্থিতি ভাল। পজিটিভিটি রেট ১.৫ শতাংশ। এটা কিছুই না। এমন কিছু কিছু জায়গা আছে, যেখানে একটা কেসও নেই। তা ছাড়া যেসব জায়গায় ভোট হবে, সেসব এলাকা অনেক দূরে দূরে। ভোট নিয়ে সবরকম ব্যবস্থাপনার সুযোগ রয়েছে। আমরা শুধু সেটুকুই চাইছি। বেআইনি কিছু চাইনি।" এর প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্য ভোট করাতে প্রস্তুত। তাঁর বক্তব্য, "আমরা সাতটা নির্বাচনের জন্য তৈরি। পাঁচটা উপনির্বাচন বাকি আছে। দুটো সাধারণ নির্বাচন বাকি আছে। আমরা এগুলোর ভোট করতে প্রস্তুত।"

করোনার মধ্যে ভোট করিয়ে করোনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রের সরকার। বারবার রাজ্য সরকার বা তৃণমূল কংগ্রেস বলেও কোনও ফল হয়নি। ৩৩ শতাংশে পৌঁছে যায় পজিটিভিটি রেট। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুর এই দুই আসনের দুই প্রার্থীর মৃত্যুর পর সেখানে ভোট স্থগিত হয়ে যায়। সেই দু'টি আসনে প্রথমে ১৬ মে ভোট হওয়ার কথা থাকলেও পরিস্থিতি ভাল না থাকায় তা করা যায়নি। এখন পরিস্থিতি ভাল। পজিটিভিটি রেট ১.৫ শতাংশ। প্রথম ভোটের দিন যা ছিল ৩ শতাংশ। সেই অবস্থার থেকেও ভাল। তা ছাড়া যেসব জায়গায় ভোট হবে, সেই জায়গাগুলি আইসোলেটেড। অনেক দূরে দূরে। ফলে ভোট করানোর কোনও সমস্যা থাকার কথা নয়। কিন্তু তার পরও ভোট নিয়ে টালবাহানা করতে চাইছে কেন্দ্র।

এখন পরিস্থিতি ভাল। পজিটিভিটি রেট ১.৫ শতাংশ। এটা কিছুই না। এমন কিছু কিছু জায়গা আছে, যেখানে একটা কেসও নেই। তা ছাড়া যেসব জায়গায় ভোট হবে, সেসব এলাকা অনেক দূরে দূরে। ভোট নিয়ে সবরকম ব্যবস্থাপনার সুযোগ রয়েছে। আমরা শুধু সেটুকুই চাইছি। বেআইনি কিছু চাইনি।

নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে তৃণমূলের লোকসভা ও রাজ্যসভার নেতৃত্ব।

ভবানীপুরে ভোট হবে সেখানে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ইস্তফা দিয়েছেন বলে। তিনি বলেছিলেন তিনি চান, এই কেন্দ্র থেকেই দলনেত্রী ভোটে দাঁড়ান। খড়দহের প্রার্থী কাজল সিনহা মারা যান ফল প্রকাশের আগেই। গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর মারা গিয়েছেন। শান্তিপুর ও দিনহাটার বিধায়করা ইস্তফা দেন। সাংসদ পদে থেকেই লড়েছিলেন দুই বিজেপি সাংসদ। এই পাঁচ আসনে এবার উপনির্বাচন।এর মধ্যেই আশ্চর্যজনক তথ্য সামনে এসেছে। কলকাতা-সহ কোথায় করোনা পরিস্থিতি কেমন, সেই তথ্য তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, "ভবানীপুরের কলকাতা পুরসভার রিপোর্ট দেখছিলাম। দেখলাম কোনও কোনও ওয়ার্ডে পজিটিভিটি রেট একেবারে শূন্য। আমাদের এখানে যে সাতটা জায়গায় ভোট হবে, সেখানে কোভিড নেই-ই। আমাদের গোটা রাজ্যে যদি ৮০০ জন হয়, তবে গোটা কলকাতায় ৭৫ থেকে ৮০ জন মাত্র। সেখানে তো বাইরের লোকও কত আসে।"

বস্তুত, বাংলায় দুই আসনে রাজ্যসভার ভোটও করাতে হবে। মানস ভুঁইয়া ও দীনেশ ত্রিবেদীর জায়গায় ভোট করাতে হবে। তাই নিয়েই কমিশন রাজ্যের কাছে পরিস্থিতি জানতে চেয়েছিল। সে কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "রাজ্যসভা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে কমিশন মতামত চেয়েছিল। রাজ্যসভার দুটো উপনির্বাচন বাকি আছে। সেটা নিয়ে আমাদের মুখ্যসচিব চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, আমাদের এখানে পরিস্থিতি একদম ভাল। রাজ্যসভার নির্বচনের জন্য আমরা তৈরি।"

এই পরিস্থিতিতেই তৃণমূল দিল্লিতে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করে। পরিস্থিতি তাদের বোঝায়। জানা যায়, এর পরই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শোনার পর কমিশন তাঁর দলকে আশ্বস্ত করেছে সাতটি বিধানসভার ভোট সময়ের মধ্যেই হবে। অর্থাৎ ছ'মাসের মধ্যে রাজ্যের যেসব কেন্দ্রে ভোট করার কথা, সেগুলো হয়ে যাবে। দিল্লিতে কমিশনের দফতরে গিয়ে দেখা করেন সংসদীয় দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, সুখেন্দুশেখর রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদাররা। বেরিয়ে প্রত্যেকেই জানান, 'সদর্থক আলোচনা' হয়েছে কমিশনের সঙ্গে। সুদীপবাবু বলেন, "আমরা কমিশনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছি। আমরা তথ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি রাজ্যে যখন অষ্টম দফা নির্বাচন চলছে, তখন ৩৩ শতাংশ পজিটিভিটি রেট হয়ে গিয়েছে। এখন তা দুই শতাংশের নিচে। সেক্ষেত্রে ভোট করানোর ক্ষেত্রে কোভিড কোনওভাবেই সমস্যা নয়।" সুদীপবাবু একই সঙ্গে জানিয়েছেন, "আমরা নিরাশ নই। আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। আশা রাখছি সংবিধান অনুযায়ী ছ'মাসের মধ্যেই ভোট করিয়ে নেওয়া হবে।"

ভ্যাকসিন নিয়েও রাজনীতি ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মমতার

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : রাজ্যের সমস্ত মানুষকে টিকার দু'টি ডোজ দিতে প্রায় ১৪ কোটি ভ্যাকসিন দরকার। সাধারণ মানুষকে টিকাকরণে রাজ্য সরকারের সেই পরিকাঠামো ও প্রস্তুতি রয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে প্রাপ্য টিকা দিচ্ছে না। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে অনেক বেশি ভ্যাকসিন পাচ্ছে। বাংলার ভোটে হেরে গিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কেন্দ্রের গেরুয়া সরকারের ভ্যাকসিন নিয়ে চরম পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনছিলাম, ইউপিতে গিয়ে বলেছেন সবথেকে বেশি টিকা ইউপিতে দেওয়া হয়েছে। উনি ইউপিতে বেশি দিন, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু সব মানুষ তো একই মানুষ। বিজেপি রাজ্য বলে তাকে আপনি বেশি দেবেন?" এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, একসঙ্গে না হলেও কেন্দ্র অন্তত মাসে দেড়-দু'কোটি টিকা দিক। তাহলেও প্রায় ছ'মাস লেগে যাবে টিকা দিতে। তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রস্তুতির কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ১২ বছর পর্যন্ত শিশুদের মায়েদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টিকা দেওয়া হবে। মা-মাটি-মানুষের নেত্রীর বক্তব্য, "কিন্তু ভ্যাকসিন যদি না পাই কোথা থেকে করব? আমার এখন ক্যাপাসিটি আছে প্রতিদিন ১০ লক্ষ করে দেওয়ার। কিন্তু ভ্যাকসিন তো দিচ্ছে না।" প্রধানমন্ত্রীকে গোটা বিষয়টি জানিয়ে চিঠি দেওয়া হলেও তার উত্তর আসবে না মনে করেই নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলার বাসিন্দাদের সঙ্গে টিকা নিয়েও বঞ্চনা করা কেন্দ্রীয় সরকারকে নাম না করে আক্রমণ করে জননেত্রী বলেন, "এত হার হেরেও লজ্জা নেই। কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তাই নানারকম চক্রান্ত চলছে। এ মাসে হেলথ মিনিস্টার নাকি বলেছেন, ৭৫ লক্ষ ভ্যাকসিন দিয়েছেন। আমরা কিন্তু ২৫ লক্ষ পেয়েছি। যা করছে আর যা করছে না, দু'টোর মধ্যে পুরো ফারাক হয়ে গিয়েছে।" এই রাজ্যে টিকা নষ্ট হওয়ার হারও একেবারে নগণ্য, যা মাত্র 'মাইনাস সিক্স'। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমরা ভ্যাকসিনেশনের কাজ সব থেকে ভাল করেছি। কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বেশি ভ্যাকসিন অন্যান্য অনেক রাজ্য পেয়েছে। তারা পাক, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এ রাজ্যের জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রায় ১৪ কোটি ভ্যাকসিনের প্রয়োজন।" উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, কলকাতার মুখ্য পুরপ্রশাসক ফিরহাদ হাকিম একাধিকবার দাবি করেছেন, শহরে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে দৈনিক এক লক্ষ টিকাকরণ করার পরিকাঠামো রয়েছে। এককভাবে দৈনিক ৫০ হাজার টিকা দিতে প্রস্তুত রয়েছে পুরসভা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ভ্যাকসিন দিচ্ছে না বলে অভিযোগ।

করোনার তৃতীয় ঢেউ আসার আগেই বেশিরভাগ মানুষকে টিকা দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেই পরিকাঠামোও রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র পর্যাপ্ত টিকা দিচ্ছে না। ফলে বারবার বাধা পাচ্ছে রাজ্যের মানুষের টিকাকরণ। এমন অবস্থায় ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে পর্যাপ্ত টিকা পাঠানোর দাবি করেছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সাফ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই বাংলাকে টিকা থেকে বঞ্চিত করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলাকে বন্যার ত্রাণের টাকা দেবেন না, খরার ত্রাণের টাকা দেবেন না, পাওনা টাকা দেবেন না, জিএসটির টাকা ঠিকমতো দেবেন না, ভ্যাকসিন ঠিকমতো দেবেন না! এটা তো অন্যায়। টোটাল ডিসক্রিমিনেশন চলছে।" এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, "ওরা যতটা নরেন্দ্র মোদির ছবি দিয়ে ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট দিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত, ততটা ভ্যাকসিন দিচ্ছে না। কী হবে ওই ছবি দিয়ে? মানুষ যদি আগেই ডেডবডি হয়ে যায়, তাহলে ভ্যাকসিন সার্টিফিকেটের ওই ছবি টাঙিয়ে রাখবে!"

করোনার তৃতীয় ঢেউ আসার আগেই অন্যান্য রাজ্যে ফের তা বাড়ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তবে এ রাজ্যে প্রতিদিন কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৮০০ থেকে ৯০০-র মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। তা আরও কমানোর চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অষ্টম দফার নির্বাচন যখন চলছিল, তখন করোনা আক্রান্তের হার ছিল ৩৩ শতাংশ। এখন তা কমে হয়েছে মাত্র ১.৫ শতাংশ। ৯৮ শতাংশ ডিসচার্জ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আড়াই কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ১.৮ কোটি লোককে প্রথম ডোজ এবং ৭০ লক্ষ মানুষকে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৫১ লাখ সুপার স্প্রেডারকেও টিকা দিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ হাজার কোটি টাকা বাজেট রেখেছিল টিকার জন্য। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর বলেছিল ভ্যাকসিন তারাই দেবে। পিএম কেয়ার অনেক টাকাও তুলেছে। কিন্তু ভ্যাকসিন আমরা ঠিকমতো পাচ্ছি না।" তিনি জানান, রাজ্যে প্রয়োজন ১৪ কোটি। অথচ আজ পর্যন্ত মাত্র ২.১২ কোটি মিলেছে। এছাড়াও রাজ্য নিজে কিনেছে ১৮ লক্ষ, ৬০ কোটি টাকা দিয়ে। তাঁর কথায়, "এই অবস্থায় আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আজও চিঠি লিখেছি।"

শিথিল হলেও জারি থাকছে বিধিনিষেধ

করোনা কমলেও মানুষের সহযোগিতা চান মুখ্যমন্ত্রী

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া বিধিনিষেধেই বঙ্গে নামছে সংক্রমণ। ৯০ দিন আগে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক সংক্রমণ কুড়ি হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল, বর্তমানে তা হাজারেরও কম। শেষ ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা মাত্র ৮৯১।

ক্রমশ নিম্নমুখী সংক্রমণের দিকে তাকিয়ে শিথিল হচ্ছে করোনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মেনে, ১৬ জুলাই থেকে বাংলায় সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে মেট্রো। শহরে সংক্রমণ কমলেও জেলায় করোনা সংক্রমণ অতটা নামছে না। শেষ ২৪ ঘন্টায় দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া মিলিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৬৬ জন। সেদিকে তাকিয়ে এখনই লোকাল ট্রেন চালু করার অনুমতি দেয়নি রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন কোনও ভাবেই ঢিলেমি দেখানো যাবে না। আক্রান্তের সংখ্যা তলানিতে নামলেও এই মুহূর্তে বিষয়টিকে হালকা ভাবে দেখতে রাজি নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সংক্রমণ ধীরে ধীরে কমলেও এখনও সময় আসেনি হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে পড়ার। তৃতীয় ঢেউ যেকোনও মুহূর্তে প্রবেশ করবে। সেদিকে নজর রেখেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে করোনার বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছেন। রাজ্যে ৩০ জুলাই পর্যন্ত জারি থাকবে এই বিধিনিষেধ। সাধারণের জন্য মেট্রো চলাচল করলেও আপাতত সপ্তাহে ৫ দিন চলবে মেট্রো। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ৫০ শতাংশ সাধারণ যাত্রীদের নিয়েই চালাতে হবে মেট্রো। সাধারণের জন্য শনি-রবিবার বন্ধ থাকবে মেট্রো পরিষেবা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মেট্রোয় যাত্রীদের মাস্ক পরা, মেট্রোয় নিয়মিত স্যানিটাইজেশন ও কোভিড সংক্রান্ত বিধি পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব থাকবে স্থানীয় প্রশাসন ও মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের।

শুধু মেট্রো রেল নয়, ছোট ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে ১৬ জুলাই থেকে দোকান-বাজার-শপিং মলে থাকবে না সময়বিধি। ১৬ জুলাই থেকে ৫০ শতাংশ গ্রাহক নিয়ে খোলা থাকবে শপিং মল। রাজ্য-জাতীয় স্তরের প্রশিক্ষণের জন্য খুলবে সুইমিং পুল। সকাল ৬ টা থেকে ১০টা পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে খোলা যাবে সুইমিং পুল। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত খোলা থাকবে ব্যাঙ্ক। তবে স্টাফ স্পেশাল ছাড়া আপাতত চালু হচ্ছে না লোকাল ট্রেন। ৩০ জুলাই পর্যন্ত বন্ধই থাকবে স্কুল-কলেজ-সিনেমা হল।

চিকিৎসকরা বলছেন, গত মে মাস থেকে মুখ্যমন্ত্রী যে বিধিনিষেধ জারি করেছেন তার জেরেই সংক্রমণ কমেছে রাজ্যে। এই মুহূর্তে রাজ্যে সক্রিয় কোভিড রোগীর সংখ্যা ১৩ হাজার ৬৩৭। সংক্রমণ কমতে থাকায় প্রতিটি হাসপাতালেই বেড খালি পড়ে রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট ২০৩টি হাসপাতালে চলছে কোভিড চিকিৎসা। ২৩৯৪৭টি বেডের মধ্যে মাত্র ৫.০৪ শতাংশ বেডে এই মুহূর্তে রোগী রয়েছে। এছাড়াও ২০০টি সেফ হোমের মধ্যে মোট ১১ হাজার ৫০৭ বেডে মিলছে করোনা চিকিৎসা। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, ৮০ শতাংশেরও বেশি বেড খালি রয়েছে সেফ হোমগুলিতে।

এই মুহূর্তে রাজ্যের ১১ হাজার ৩৮৩ জন হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১৬৬৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় টিকা পেয়েছেন ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৯৫ জন। ২ হাজার ৫৯৮টি ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে টিকাকরণ।

আক্রান্তের সংখ্যা তলানিতে নামলেও এই মুহূর্তে বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখতে রাজি নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ইতিমধ্যেই করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন কোনও ভাবেই ঢিলেমি দেখানো যাবে না। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫ হাজার ৩০৮ জন মানুষ করোনার টিকা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই টিকাকরণকে আরও ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি।

জ্বালানির ছেঁকায় পুড়ছে দেশ তৃণমূলের প্রতিবাদ চলছে চলবে

প্রতিবাদ-বিক্ষোভের নানা মুহূর্ত

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : পেট্রোল-ডিজেল ও জ্বালানির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে যিনি এগিয়ে আসতে পারেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। যে রাজনৈতিক দল দেশের নাগরিকদের স্বার্থে লড়াই করতে পারে, সেই দলের নাম তৃণমূলই। দেশের সাধারণ মানুষের যে কোনওরকম দুর্দশায় আগেও টের পাওয়া গিয়েছিল। মানুষ বুঝতে পেরেছিল এই চরম সত্যটা। তা সে নোটবন্দি হোক বা সিএএ-সহ নানা বিষয়কে জুড়ে নাগরিকদের হেনস্তা, গর্জে উঠেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি জানিয়েছেন, জনবিরোধী নীতি চলবে না।

সারা দেশেই পেট্রোল-ডিজেলের দাম একশো টাকা পেরিয়েছে। বেড়েই চলেছে রান্নার গ্যাসের দাম। ৯০০ টাকায় কোনও গরিব মানুষের পক্ষে রান্না করা কার্যত অসম্ভব। আবারও বাড়ানো হয়েছে কেরোসিন তেলের মূল্য। হাত পড়েছে হেঁসেলে। পেট্রোপণ্য হোক বা জ্বালানি, এগুলোর দাম বাড়লেই বেড়ে যাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দাম। দরকার একযোগে প্রতিবাদ। আর তাই বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল। বাংলার প্রতিটি ওয়ার্ডে ও ব্লকে পথে নেমে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় অভিনব প্রতিবাদের রাস্তায় নেমেছিলেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। আন্দোলনে সামিল হন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্টরা। মিছিল হয়েছে সাইকেল নিয়ে। দাহ করা হয়েছে কেন্দ্রের সরকারের মন্ত্রীদের কুশপুতুল। হয়েছে ধরনা। কোথাও নৌকো চালিয়ে, কোথাও গরুর গাড়ি ঠেলে, কোথাও আবার রাস্তায় কাঠের জ্বালে রান্না করে চলেছে প্রতিবাদ।

আগেই টুইটে প্রতিবাদের সুর বেঁধে দিয়েছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মোদিবাবু পেট্রল বেকাবু' বলে আগেরবারের মতো স্লোগান তুলে এদিন বেশ কড়া ভাষায় টুইট করে লিখেছিলেন, 'পেট্রলের মূল্য ঐতিহাসিকভাবে বেড়ে চলেছে। আর বিজেপির যা আচরণ তাতে মনে হচ্ছে মানুষের বিপদ বাড়ানোর জন্য খুব পরিশ্রম করছে তারা ২০২০ থেকেই এমনটা চলছে। সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়া অগ্রাহ্য করে পারস্পরিক দোষারোপের খেলা চলছেই'। তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও লেখেন, 'নরেন্দ্র মোদির নাটক দেখতে দেখতে মানুষ ক্লান্ত। এখন আকাশছোঁয়া পেট্রলের দাম। কিন্তু তিনি লুকিয়ে আছেন। হয়ত আরেকটা বড় মিথ্যের ভাষণ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন'। তাঁর অভিযোগ, সাধারণ মানুষকে যন্ত্রণা দিয়ে হাতে গোনা দু'একটি কোম্পানির সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রী এই মূল্যবৃদ্ধিতে সায় দিয়েছেন।

উত্তর থেকে দক্ষিণ, বাংলার সর্বত্রও এই প্রতিবাদে শামিল হন তৃণমূল নেতৃত্ব। বেহালায় দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, যাদবপুরের বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস, বন্দরের বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম, রাসবিহারীতে দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায় সকলে নিজেদের মতো করে নানা পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানান। তৃণমূল যুব সংগঠন ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদও এদিন একাধিক জায়গায় সাইকেল র‍্যালি বের করেছিল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ আবার কাঁকুড়গাছির একটি পেট্রোল পাম্পে আচমকা ঢুকে গিয়ে সেখানকার কর্মীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি হিন্দু। জয় শ্রীরাম বললে কি সস্তায় পেট্রোল মিলবে?" প্রতিবাদ ছিল এমনও। আসলে যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিলেন, তাঁরা জয় শ্রীরাম বললেও সস্তায় পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস পাবেন না। বিজেপি বরাবর মানুষকে ভুল বুঝিয়েছে। মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। চিনার পার্কে তাপস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গরুর গাড়িতে চেপে হয়ে বিক্ষোভ। সেই কর্মসূচিতে অংশ নেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বালুরঘাটে বর-বউ সাজিয়ে গরুরগাড়িতে চাপিয়ে অভিনব প্রতিবাদ দেখায় তৃণমূল। উত্তরপাড়ায় দড়ি ধরে টানা হয় গাড়ি। তাতে হাত লাগান তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে পেট্রোপণ্য ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তৃণমূলের প্রতিবাদে সামিল হন বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা। নিজের বিধানসভা এলাকায় সাইকেল নিয়ে ঘুরেছেন ব্যারাকপুর বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। বাগুইআটিতে একটি নৌকোর উপর রান্না করে প্রতিবাদ চলে। সেখানে ছিলেন রাজারহাট-গোপালপুরের বিধায়ক অদিতি মুন্সি।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে গরু দিয়ে গাড়ি টেনে প্রতিবাদ তৃণমূলের।

প্রতিবাদ-বিক্ষোভের নানা মুহূর্ত

অমর শহিদ আমরা তোমায় ভুলছি না, ভুলব না

বাংলার মা-মাটি-মানুষের স্বার্থে সংগ্রাম চলবে

২১শে জুলাই ২০২১

ভার্চুয়াল সভা

প্রধান বক্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের মূল ভাবধারা ও চেতনা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য

পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নেত্রী একজনই
মমতা
দল একটাই
তৃণমূল
প্রতীক একটাই
ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৬৫। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 65. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**